গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

বিষয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সচিব
সভার তারিখ	০৪ আগস্ট ২০১৯
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	২	৩	৪	৫
০১.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য মাসিক/ত্রৈমাসিক ও Time bound বিভিন্ন প্রতিবেদন/তথ্য যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রসঙ্গে।	সভাপতি Time bound বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সফটওয়্যার উন্নয়নের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন যে, সফটওয়্যার ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ অন্যান্য Time bound বিভিন্ন প্রতিবেদন/ তথ্য সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ Time bound বিষয়ে প্রণীত ক্যালেন্ডার অনুসরণপূর্বক যথাসময়ে নিকোশ ফন্টে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম।
০২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা।	সভায় এ বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান অবহিত করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত মোট ৫১টি প্রতিশ্রুতির আওতায় ২৯টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ০৬টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ০৩টি প্রকল্প সমীক্ষা করা হচ্ছে, সমীক্ষা সমাপ্তির পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বশেষ ০৪/০৮/২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বাপাউবো এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কে অনুরোধ করা হয়েছে।	উন্নয়ন-০৫ শাখা, পাসম।

০৩.	বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত।	এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুমোদনের পর যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।	ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম।
০৪.	মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং চালুকরণ, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া, ই-নথি ব্যবহারের বিষয়ে জুলাই/২০১৯ মাসে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের অবস্থান তুলে ধরেন। সভাপতি নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অবস্থানের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ই-ফাইল ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। খ) মন্ত্রণালয় সকল অধিশাখা/শাখা এবং সংস্থাসমূহ নথিসমূহ ই-নথিতে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল সংস্থা/ সকল অধিশাখা/শাখা এবং আইসিটি শাখা, পাসম।
০৫.	মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের শাখাওয়ারী অনিষ্পন্ন কার্যাবলী পর্যালোচনা।	সভায় মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহে ৩০ দিনের উর্দ্ধে অনিষ্পন্ন কার্যাবলীর তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিদ্যমান অনিষ্পন্ন কার্যাবলী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ১৯৩নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক অধিশাখা/শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি দুই মাসে একবার তাঁহার অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন করবেন। উপসচিব প্রতি চার মাসে একবার এবং যুগ্মসচিব অথবা সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ যুক্তিসঙ্গত সময় অন্তর অন্তর অধিশাখা/শাখাগুলি আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করতে পারবেন।	ক) প্রতিমাসের সমন্বয় সভার পূর্বে ৩০ দিনের উর্দ্ধে অনিষ্পন্ন কার্যাবলীর তালিকা প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে। খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যমান অনিষ্পন্ন কার্যাবলী সমন্বয় সভায় আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ) সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতি দুই মাসে একবার তাঁহার অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন করবেন। উপসচিব প্রতি চার মাসে একবার পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	ক) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা। খ) বাপাউবো। গ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

০৬.	মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অব্যবহৃত জমিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ।	এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমিতে পানি ভবনের পার্শ্বে আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং সারাদেশে বাপাউবোর জরাজীর্ণ রেষ্টহাউস/আবাসিক পুরাতন ভবনসমূহ ভেঙ্গে নতুন করে ভবন নির্মাণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পানি ভবনের পার্শ্বে আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং সারাদেশে বাপাউবোর জরাজীর্ণ রেষ্টহাউস/আবাসিক পুরাতন ভবনসমূহ ভেঙ্গে নতুন করে ভবন নির্মাণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করতে হবে।	বাপাউবো এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং, পাসম।
০৭.	বাপাউবো'র জনবল কাঠামো।	এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, আউট সোসিং নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী অর্থ বিভাগ বাপাউবোর ১২০১টি শূন্য পদ নিয়োগের সম্মতি প্রদান করেছে। এ বিষয়ে সভাপতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পাসম আলাপ করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন।	বাপাউবোর জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পাসম ব্যবস্থা নিবেন।	প্রশাসন-১ শাখা, পাসম ও বাপাউবো
০৮.	বাপাউবো'র খসড়া প্রবিধানমালা প্রণয়ন।	এ বিষয়ে বাপাউবো হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪টি ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪টি জনবল সম্বলিত Need Based Setup এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের শর্ত মোতাবেক ১১৬টি ক্যাটাগরির ১০১৮২টি পদ সৃজনে সরকারি আদেশ গেজেট আকারে গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮টি ক্যাটাগরীর ২২৫৬টি পদ সৃজনে প্রশাসন উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।	যথাসময়ে কার্যক্রম শেষ করতে হবে।	প্রশাসন-০১ শাখা, পাসম।

০৯.	বাপাউবোর মামলা সংক্রান্ত।	বাপাউবো এর মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। গত এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০১৯ সময়ে মোট ৪০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এ নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ৩৩টি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে ও ০৭টি মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হয়েছে। সভাপতি জানান, বাপাউবোর জেলা পর্যায়ের মামলাসমূহ জেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। মামলার সর্বশেষ প্রতিবেদন তথা জুলাই/২০১৯ এবং ত্রৈমাসিক সংখ্যাগত প্রতিবেদন এপ্রিল/২০১৯ থেকে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাপাউবোর মাঠ পর্যায়ের মামলাসমূহ জেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো ও আইন শাখা, পাসম।
১০.	বাপাউবো'র অডিট আপত্তি।	বাপাউবোর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, নিয়মিতভাবে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান এবং ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তিসমূহ দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মোট ৯২২০টি আপত্তির মধ্যে গত মাসে ০৬টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে আপত্তির সংখ্যা ৯২১৪টি। মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখার কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, অধিকাংশ অডিট আপত্তি অনেক দিনের পুরাতন এবং সে বিষয়ে বাপাউবো হতে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। যে কারণে নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে। বাপাউবোর অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাগ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) FAPAD এর অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আগামী সভায় জানাতে হবে। (গ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত ব্রডশিটের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (ঘ) ১০ বছরের পুরানো আপত্তি Crash প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। (ঙ) অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন যাবত আটকে থাকা পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) অডিট আপত্তির সর্বশেষ জবাবের প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো ও অডিট শাখা, পাসম।
১১.	সংস্থাসমূহের বকেয়া ভূমি ও পৌরকর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ সংক্রান্ত।	বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থার ভূমি ও পৌরকর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল বকেয়া দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	ভূমি ও পৌরকর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বকেয়া বিলসমূহ পরিশোধ করবে। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে অতি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে চাহিদা প্রেরণ করবে।	সকল সংস্থা প্রধান।

১২.	মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির জন্য পদ সৃষ্টি।	সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, মন্ত্রণালয়ের নতুন পদ সৃজন ও সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করার কাজটি প্রক্রিয়াধীন আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে তিনটি পদ সৃজনের নতুন নির্দেশনা পাওয়া গেছে। কাজেই সাংগঠনিক কাঠামো পুন: সংশোধন করা প্রয়োজন।	মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজন ও সাংগঠনিক কাঠামো তৈরীর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন-০২ শাখা
১৩.	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।	মন্ত্রণালয়ের ১১টি পদ সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে ০৩টি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন-০২ শাখা
১৪.	সংস্থাসমূহের সাথে পত্র আদান প্রদানে নিকস ফন্ট ব্যবহার সংক্রান্ত।	এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা/শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ সভায় অবহিত করেন, কিছু কিছু সংস্থা থেকে পত্র/প্রতিবেদন আদান প্রদানে নিকস ফন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে না। এতে দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি বলেন, যে সকল সংস্থা নিকস ফন্ট ব্যতিত পত্র/প্রতিবেদন/কার্যবিবরণী হার্ড কপি/সফট কপি প্রেরণ করবে তাকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হবে।	নিকস ফন্টের মাধ্যমে পত্র/প্রতিবেদন/কার্যবিবরণী হার্ড কপি/সফট কপি প্রেরণ করতে হবে। অন্য কোন ফন্টে প্রেরণ করলে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন-০২, পাসম ও সকল সংস্থা
১৫.	বিবিধ বিষয়াদি।	প্রতি মাসের ২য় বুধবারে মাসিক সমন্বয় সভা করা যেতে পারে।	প্রতি মাসের ২য় বুধবার মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম

০৩। অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.৩২.০৬.০৬৪.১৭.৩০৪

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪২৬
০৮ আগস্ট ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
২) মহাপরিচালক , বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
৫) মহাপরিচালক , পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৬) সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ
৭) চীফ মনিটরিং, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৮) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) সচিব, প্রশাসন শাখা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
১০) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪) ..... (সকল অধিশাখা/শাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব